**জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০১১ - উদ্বোধন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, রবিবার, ২৬ পৌষ ১৪১৭, ০৯ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

মান্যবর কূটনীতিকবর্গ,

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আদরের ছোট্ট সোনামণিরা,

আসসালামু আলাইকুম।

শীতের এ সুন্দর সকালে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবারের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের মূল প্রতিপাদ্য ‘‘স্কুলে যাওয়াই শিশুর কাজ, কেউ রবে না বাইরে আজ''। এ শ্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত ‘জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১'-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের মাঝে উপস্থিত হতে পেরে আমি খুবই আনন্দিত।

একটি জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই'। প্রকৃত শিক্ষাই সোনার মানুষ তৈরির একমাত্র হাতিয়ার। সেই কর্মযজ্ঞের গোড়াপত্তন ঘটে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে। পাশাপাশি এটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশেরও প্রথম সোপান। তাই আজ দেশের প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আপনারা জানেন, আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি গুণগত পরিবর্তন আনার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এজন্য একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা যথার্থ শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে জনগণকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে চাই।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর এবং বিশ্বায়নের এ যুগে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে আমাদেরকেও বিজ্ঞানের সর্বশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ হতে হবে। প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নতুন শিক্ষানীতিতে এ বিষয়গুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নতুন শিক্ষানীতি বাস্তবায়িত হলে আমাদের আজকের এ শিশুরা মেধায়-মননে সেরা নাগরিক হয়ে গড়ে উঠবে। তারা দেশ-বিদেশে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারবে।

            বছরের প্রথম দিনে মাধ্যমিক পর্যন্ত দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে। আমি এজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

            আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তর থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তথ্য-প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করাতে চাই। সে লক্ষ্যে আমরা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক হাজার ৪১৪টি ল্যাপটপ দিয়েছি। ২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করেছি। ৩০টি মাদ্রাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। আমরা তিন হাজার মাধ্যমিক শিক্ষকের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি যাতে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে কম্পিউটার শিখাতে পারেন।

            ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে। ৩১টি মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। ছয়টি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

            ১০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে আইসিটি কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্, রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে রাঙ্গামাটিতে একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

            এখন পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীরা এসএমএস-এর মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ভর্তির ফলাফল পাচ্ছে। সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পদ্ধতি মোবাইল ফোন এবং অনলাইনের মাধ্যমে করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কারিগরি বিষয়ে চাকুরি এবং বিভিন্ন কারিগরি কোর্স সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে।

২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যালয় গমন উপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করতে চাই। ড্রপ আউট বন্ধ করতে আমরা শিক্ষা উপবৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ছাড়াও বিভিন্ন প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। আমরা ৩০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি দিচ্ছি। জোট সরকারের আমলে ১৭ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি দেওয়া হত।

            এ দুই বছরে এক হাজার ৬২৪টি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। অথচ ২০০৪ সাল থেকে এমপিওভুক্তি বন্ধ ছিল।

            দুই বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৫২ হাজার সহকারী শিক্ষক এবং প্রায় দুই হাজার প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাখাতকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আমরা এই খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ প্রদান করেছি। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

শিশুদেরকে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানসহ আগামী ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করার মাধ্যমে ‘‘রূপকল্প ২০২১'' বিনির্মাণে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ্।

প্রিয় সুধিবৃন্দ,

আপনারা জানেন একটি উন্নত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে প্রয়োজন আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ। আর এই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ অর্জনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুশিক্ষা। যে জাতির দেশপ্রেম নেই বিশ্ব দরবারে সে জাতি কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। এজন্য শিশুদেরকে মুক্তিযুদ্ধের কথা জানাতে হবে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরতে হবে। এসব বিষয় এখন পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি একযোগে ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দেড় লাখের বেশি প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরী জাতীয়করণ করেছিলেন। ১৫ আগস্ট ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস মুছে ফেলার যে ব্যর্থ চেষ্টা শুরু হয়েছিল, শিক্ষাক্ষেত্রে বিপর্যয়ের শুরুও সেদিন থেকে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার আবার দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে দেশে নিরক্ষরতার হার কমে এসেছিল এবং শিক্ষার হার শতকরা ৬৪ ভাগে উন্নীত হয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তীতে জোট সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও অদক্ষতার কারণে দেশে সাক্ষরতার হার আবার কমে যায়। শুধু সাক্ষরতার হার নয়, তারা দেশে দুর্নীতি আর লুটপাটের রাজত্ব কায়েম করে। বিএনপি-জামাত জোটের সময় বিদেশে বাংলাদেশ পরিচিত ছিল সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ আর দুর্নীতির দেশ হিসেবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার যখন ক্ষমতায় আসে তখন দেশের এ ধরনের বদনাম কেউ দিতে পারে না। আমরা জনগণের জন্য কাজ করি।  মানুষের প্রতি ভালবাসা না থাকলে, রাজনৈতিক অঙ্গীকার না থাকলে দেশের উন্নয়ন করা যায় না। আপনারা বিএনপি-জামাত জোটের দুই বছর, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছর আর আমাদের সরকারের দুই বছর তুলনা করলে দেখতে পাবেন দেশের উন্নয়নের জন্য কাদের কি অবদান।

সুধিমন্ডলী,

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হলে প্রয়োজন বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা। এর জন্য প্রয়োজন অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎসহ দেশে বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।

            দুঃখের সাথে বলতে হয়, ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা ৪৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছিলাম। কিন্তু এবার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর পেলাম ৩৩০০ মেগাওয়াট। তারা উৎপাদন না বাড়িয়ে বরং ১০০০ মেগাওয়াট কমিয়েছে।

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

আমাদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী এবং নিরক্ষরদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি। মোট জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত না করতে পারলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কিছুতেই সম্ভব নয়। এ বিষয়টি বর্তমান সরকার উপলব্ধি করে নারীর ক্ষমতায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি নারীকে কর্মমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাও এ কাজে পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের কোটা নির্ধারিত রয়েছে, যা মেয়েদের শিক্ষা লাভে উৎসাহিত করে আসছে। বিদ্যালয় পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণে একীভূত শিক্ষা বিষয়ে সকলকে সচেতন করে তোলা, বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের অগ্রাধিকার প্রদানসহ কিশোরীদের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান, মেয়েদের জন্য পৃথক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন, শিক্ষাঙ্গনে মেয়েদের স্যানিটেশন সুবিধা সম্প্রসারণ ইত্যাদি কার্যক্রম  বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসকল কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়ন সমাজে নিরক্ষর নারীদের সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার কাজকে ত্বরান্বিত করবে বলে আমি আশা করি।

সুধিমন্ডলী,

            দুই বছর ধরে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা এবং ২০১০ সাল থেকে জুনিয়র স্কুল ও দাখিল পরীক্ষা চালু হয়েছে। এ পরীক্ষাগুলো চালুর ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এখন থেকেই প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি হবে। লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়বে। তবে একটা কথা পাশাপাশি না বললেই নয়, শিশুদেরকে খুব বেশি বইয়ের বোঝা দিয়ে তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত করবেন না। শিশুদের প্রকৃত মানুষ হতে হলে পড়াশুনার পাশাপাশি খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা এবং দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক সকলকেই খেয়াল রাখতে হবে।

শিক্ষা, খেলাধুলা, ক্রীড়া এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখে যাঁরা আজ ‘‘প্রাথমিক শিক্ষা পদক'' পাচ্ছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি আশা করি- এ পদক ও সম্মান আপনাদেরকে আরও বেশি শিক্ষানুরাগী ও কর্মমুখী করে তুলবে।

সমবেত সুধী,

দেশটি আমাদের সকলের। দেশটা এগিয়ে গেলে, জনগণ সুখে থাকলে, সমাজে শান্তি বিরাজ করলে এর ভাগীদার হব আমরা সবাই। দেশকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে এগিয়ে নিতে না পারলে এর দায়ও বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ভোগ করতে হবে। যা আমাদের কারও কাম্য নয়। তাই আসুন, সবাই সম্মিলিতভাবে - দল, মত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার - প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে শতভাগ ভর্তি, ঝরে-পড়া রোধ, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং দেশ হতে নিরক্ষরতাকে চিরতরে বিদায়ের মাধ্যমে দিন বদলের সনদ বাস্তবায়ন করি। ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তুলি। একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রত্যয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

আপনাদের সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০১১  উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

......